দীনের ফিক্হ তথা জ্ঞানই ফিতনা থেকে বাঁচার সঠিক উপায়

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দলাদলি ও মতবিরোধের ফিতনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

দলাদলি ও মতবিরোধের ফিতনা - ১

অনুরূপভাবে আরও একটি বড় ধরনের ফিতনা হলো, দলাদলি, মতবিরোধ, বিভক্তি ও বিভাজন। বিভিন্ন দল উপদলে উম্মতের বিভক্তি, ফিরকা-বন্দী, দলাদলি ইত্যাদি বড় ধরনের একটি ফিতনা। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সংবাদ দিয়েছেন এবং অধিক সতর্ক করেছেন। ইরবাদ্ব ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত দিক নির্দেশনাও রয়েছে। ঐ হাদীসে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে ওয়াজ করেন, সে ওয়াজের বর্ণনায় সাহাবী ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তিনি আমাদের এমন ভাষণ দিলেন যাতে আমাদের অন্তর বিগলিত এবং চক্ষু অশ্রূসজল হলো। আমরা ভাষণ শুনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ, আপনি আমাদের উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة “আমি তোমাদের অসীয়ত করি- তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, মুসলিম আমীরের আনুগত্য কর এবং তার কথা শোন”। কারণ, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে শত্রুদের বিরুদ্ধে উম্মতের ঐক্য, শক্তি ও শৌর্যবীর্য। মুসলিম জাতি যখন আমীরের নেতৃত্ব মেনে নেবে এবং তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তখন মুসলিম জাতির ঐক্য অটুট থাকবে, তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তখন আর কেউ তাদের পরাভূত করতে পারবে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وإن تأمر عليكم عبد “যদিও তোমাদের ওপর একজন গোলামকেও আমীর বানানো হয়”। তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর। তাকে খাট করে দেখবে না, হেয় করবে না। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর আনুগত্য ও তার রাসূলের অনুকরণ করার নির্দেশ দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার আনুগত্য করবে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে ভবিষ্যতবাণী করেন যে, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً “তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে অধিকহারে মতবিরোধ, বিভক্তি ও মত পার্থক্য দেখতে পাবে”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের থেকে কিছুই বলেন নি, তিনি যা বলেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেছেন। যে সম্পর্কে খবর দিয়েছেন কিয়ামতের পূর্বে তা অবশ্যই জমীনে বাস্তবায়িত হবে। তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মতবিরোধের পরিণতি থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন,

«فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

“তখন তোমরা আমার সুন্নতকে এবং আমার পর হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধর। সুন্নততে খুব মজবুত করে ধর এবং তার ওপর তোমরা অবিচল থাক। আর তোমরা নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ -বিদআত- হতে বেঁচে থাক। কারণ, প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বস্তুই বিদ‘আত আর প্রত্যেক বিদআতই হলো গোমরাহী”।[1]

এ ভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতের পার্থক্য, বিভেদ-বিভাজন, বিভিন্ন ফিরকা বন্দী ও দলাদলি সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেন। আল্লাহর রাসূল সা. এ ধরনের ফিতনার সময় করণীয় সম্পর্কে আমাদের এ বলে নির্দেশ দেন, তোমরা তখন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে। কারণ, তখন এটাই ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত এবং এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ হতে হাত ঘুটিয়ে নেবে, সে অবশ্যই এ সব ফিরকা-বাজদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিটি ভাষণ ও আলোচনায় উম্মতকে ফিতনা ও বিদ‘আত সম্পর্কে সতর্ক করতেন এবং ফিতনা হতে মুক্তির উপায় ও মাধ্যমগুলো- আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা- বলে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها».

“সর্ব উত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় নব আবিষ্কৃত বিষয়াবলী”।[2]

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وعليكم بالجماعة “তোমরা মুসলিম জামা‘আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাক”।[3]

এটিও নাজাতের একটি অন্যতম পথ। যখন দলাদলি, গ্রুপিং ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, তখন একজন মুসলিমের জন্য করনীয় হলো, সে মুসলিম জামা‘আতের সাথে থাকবে। যে জামা‘আত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের ওপর চলে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। মুতাকাল্লিমীন তথা কালামশাস্ত্রবিদ, বিদ‘আতী ও গোমরাহদের সাথে থাকবে না। যদিও তারা তাদেরকে হক বলে দাবী করে। ঈমানদারগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উপদেশ দিয়েছে তাই পালন করবে। তাতেই তারা নাজাত পাবে। উম্মতের বিভক্তি বিষয়ে অপর একটি হাদীস- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة قيل: من هي يارسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

“ইয়াহূদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত। আর খৃষ্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত। আর এ উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এক দল ছাড়া বাকী সবাই জাহান্নামী হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো, যারা বর্তমানে আমি যার ওপর আছি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম যার ওপর আছেন তার ওপর অটল থাকবেন”।[4]

এ কথাটিই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة “তোমরা মুসলিম জামা‘আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাক। কারণ, আল্লাহর সাহায্য জামা‘আতের ওপরই থাকে”।[5] আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণের আদর্শের ওপর যারা থাকবে তাদেরই কেবল জামা‘আত বলা হয়। যদিও সংখ্যায় তারা কম। জামা‘আত হওয়ার জন্য সংখ্যায় বেশি হওয়া শর্ত নয়, হকের

ওপর থাকা শর্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّن يُصۡرَفۡ عَنۡهُ يَوۡمَئِذٖ فَقَدۡ رَحِمَهُۥۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡمُبِينُ ١٦﴾ [الانعام: ١٦]

“সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে নেওয়া হবে তাকেই তিনি অনুগ্রহ করবেন, আর এটিই প্রকাশ্য সফলতা”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬]

মনে রাখবে, যারা ধারণার বশবর্তী হয়, তারা আল্লাহর পথ -সত্য থেকে দূরে সরে যায়। যদিও তাদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তারা কোটি কোটি মানুষ। তারা সেই জামা‘আত নয় যাদের সাথে থাকার জন্য হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা হকের ওপর থাকে তাদেরকেই জামা'আত বলা হয়, তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল, সাহায্যপ্রাপ্ত দল। যদিও তাদের সংখ্যা একজন বা খুব নগণ্য হয়। তারাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা‘আত। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى».

“আমার উম্মতের মধ্যে একটি জামা‘আত সব সময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অপমান-অপদস্থ ও বিরোধিতা করবে, তারা আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না” ।[6]

তবে এর জন্য প্রয়োজন কঠিন ধৈর্য। কারণ, শেষ জামানায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর অবিচল থাকা এবং মুসলিম জামা‘আতের সাথে থাকা খুবই কঠিন কাজ। তখন যারা আল্লাহর রাসূলের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে এবং মুসলিম জামা'আতের সাথে থাকবে, তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের মুসিবত নেমে আসবে। তারা অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের মুসিবতের সম্মুখীন হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

«أنه يحصل في آخر الزمان فتن، يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، أو على خبط الشوك».

“শেষ জামানায় বিভিন্ন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে। দীনের ওপর অবিচল থাকা জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখা অথবা লোহার কাঁটার ওপর দণ্ডায়মান থাকার ন্যায় কঠিন হবে”।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«المتمسك بسنتي, عند فساد أمتي، له أجر خمسين، قالوا: منا أو منهم يارسول الله؟ قال: بل منكم»

“আমার উম্মতের গোমরাহীর সময় যে আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য পঞ্চাশ জন লোকের সাওয়াব মিলবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের থেকে পঞ্চাশ নাকি তাদের থেকে? তিনি বললেন, বরং তোমাদের থেকে”।

সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় রাসূলের সাথে ছিলেন। রাসূল তাদের সহযোগী ছিল। (তাই তাদের জন্য সুন্নতের ওপর অবিচল-অটুট থাকা সহজ) কিন্তু শেষ জামানা এবং ফিতনার সময় সুন্নতের ওপর যারা অবিচল থাকবেন তাদের কোন সহযোগী নেই; বরং অধিকাংশ মানুষই তখন তাদের প্রতিপক্ষ। এমনকি যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করবেন তারাও তাদের বিরোধী হবে, তারা তাদের

বিভিন্নভাবে অপমান-অপদস্থ করবে, কলঙ্কিত ও হেয় প্রতিপন্ন করবে। তখন অবশ্যই তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। এ সময় যারা ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মহা বিনিময় দান করবে। কারণ, তারা ফিতনা ফ্যাসাদের সময় আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল রয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে তাদের গুরাবা বলে আখ্যায়িত করে বলেন, طوبى للغرباء "সু-সংবাদ গুরাবাদের জন্যই" জিজ্ঞাসা করা হলো, গুরাবা কারা হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে বললেন, الذين يُصْلِحُون إذا فسد الناس "যারা মানুষকে সংশোধন করেন যখন মানুষ গোমরাহীতে পতিত হয়"।

অপর বর্ণনায় বর্ণিত তিনি বলেন,

يُصْلِحُون ما أفسد الناس

এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে শেষ জামানায় সংঘটিত হবে, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের করণীয় হলো, আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হকের ওপর অবিচল রাখেন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করেন। তা ছাড়াও আমাদের করণীয় হলো, আমরা যেন হক ও হক পন্থীদের জানতে চেষ্টা করি এবং বাতিল ও বাতিল পন্থীদের থেকে সতর্ক থাকি। যাতে হক ও হক পন্থীদের সাথে আমরা থাকতে পারি এবং বাতিল ও বাতিল পন্থীদের থেকে আমরা বাঁচতে পারি। আর এর জন্য প্রয়োজন দীনের জ্ঞান। দীনের জ্ঞান ছাড়া হক ও বাতিল জানা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। মূর্খ থেকে এটি আশা করা যায় না। এটি ঐ ব্যক্তি থেকে আশা করা যায় যাকে আল্লাহ তা'আলা দীনের জ্ঞান দিয়েছেন। উপকারী ইলম দ্বারা দূরদর্শিতা দিয়েছেন যা দ্বারা সে হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম।

এ ধরনের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরি। বর্তমানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, পুরো দুনিয়াটা বড় বড় ফিতনার সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। একটি বড় ধরনের ফিতনা হলো, বর্তমানে পৃথিবীটা মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ফলে পৃথিবী এক প্রান্তে কি ঘটছে, তা অপর প্রান্তের লোকেরা মুহূর্তেই জেনে ফেলছে। নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রের মাধ্যমে খুব দ্রুত মানুষের কাছে সব খবর পৌঁছে যাচ্ছে। এমনকি গ্রাম, গঞ্জ ও ঘরের ভিতরে বেড রুমের খবরও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ এমন ভাবে খবরগুলো দেখতে পাচ্ছে যেন তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত। এটি মুসলিম জাতির জন্য বড় পরীক্ষা। বর্তমান দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের ফিতনায় আক্রান্ত। অবৈধ যৌনাচার এক প্রকার মহামারির আকার ধারণ করছে। নাস্তিক্যবাদের ফিতনা, মুরতাদদের ফিতনা, ইসলামের ওপর বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক ও অবান্তর দোষ চাপানোর প্রবণতা ইত্যাদি যেন মুসলিম উম্মাহর লেজ টেনে ধরছে। এ ধরনের ঘটনা একের পর সংঘটিত হয়েই চলছে। কোন ক্রমেই এগুলো পিছু ছাড়ছে না। তারপর এ ঘটনাগুলো সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সারা দুনিয়ার মানুষ আজ আক্রান্ত। তবে যাকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করেছেন। এ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন মানুষের মধ্যে দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা। এবং এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা। যাদের দূরদর্শিতা না থাকে, দীনের জ্ঞান না থাকে এবং সত্যিকার ইলম না থাকে, তারা অনেক সময় এ ধরনের প্রযুক্তিকে মনে করবে এটি তাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি। আবার কেউ কেউ মনে করবে এ সব আল্লাহর নি'আমত, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। সে বুঝতেই পারবে না যে এ সবের কারণে তার কি ক্ষতি হচ্ছে এবং তাকে কত খারাবী বহন করতে হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, বিষয়টি খুবই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মানুষের সামনে হাজারো ফিতনা তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ তা অনুধাবন করতে পারছে না। যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়ে

দিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন

«تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء, حتى يصبح قلباً مجخياً, لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، إلا ما وافق هواه أو وما أشرب من هواه، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فهو قلب لا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض».

“মানুষের অন্তর অবশ্যই এ সব ফিতনার সম্মুখীন হয়। যখন কোনো অন্তর তা চুষে নেয় তখন সে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়, এমনকি সে অন্তর হয়ে যায় বদ্ধ। তখন সে অন্তর কোনো সৎকে চিনতে পারে না, অসৎকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয় না। সেটাই কেবল গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী হয়, অথবা প্রবৃত্তি যা চুষে নিয়েছে তা অনুযায়ী হয়। অপরপক্ষে যে অন্তর ফিতনাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে সে অন্তরে একটি সাদা-শুভ্র দাগ পড়ে, ফলে সে অন্তর হয়ে যায় এমন যাতে কোনো ফিতনাই আর কাজ করতে পারে না, যতক্ষণ আসমান ও যমীন আছে ততক্ষণ তা অনুরূপই থাকে”।

ফুটনোট

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৭

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ২১৬৫

[4] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯২

[5] নাসাঈ, হাদীস নং ৪০২০

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩৭

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10120

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন